আমাদের সময়

তারিখ 18 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

চট্টগ্রামের দুই কলেজ তিন দশক ধরে শিবিরের ঘাঁটি

হামিদ উল্লাহ ও মীর রাতুল হাসান ●

চট্টগ্রাম মহানগরী ও এর আশপাশের কয়েকটি উপজেলাকে বলা হয়ে থাকে জামায়াত-শিবিরের ঘাঁটি। উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, সীতাকুণ্ড ও রাঙ্গুনিয়া। এর মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ ও পার্শ্ববর্তী হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের আবাসিক হলগুলো দখল করে গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কয়েকটি এলাকায় আধিপত্য ধরে রেখেছে ছাত্রশিবির। এরপর ক্রমে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গড়ে তুলেছে আবাসিক, কোচিংসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা। এসব এলাকার ব্যবসায়ীদের নিয়মিত বায়তুল মাল (মাসিক নির্দিষ্ট হারে চাঁদা) দিয়েই ব্যবসা করতে হয়। তিন দশকে একাধিকবার আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে। তবে কেউ তাদের এই দুর্গে ফাটল ধরাতে পারেনি।

আবাসিক হল দখল করে আধিপত্য বিস্তার

উল্লেখিত উপজেলাগুলোয় বিভিন্ন সময় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে জামায়াত-শিবির প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর চালায় নৃশংস হামলা।

ছাত্রশিবির সর্বশেষ সহিংস ঘটনা ঘটায় গত ১৬ ডিসেম্বর। এদিন চট্টগ্রাম মহসিন কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দখল করে রেখেছিল শিবির। এ কারণে ছাত্রলীগ সেই শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ওই দিন শিবির কর্মীরা হামলা চালায় ছাত্রলীগের একটি বিজয় সমাবেশে।

এদিকে চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগের বিজয় সমাবেশে শিবিরের হামলার জের ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় কলেজের আবাসিক হলে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় চকবাজার থানায় ওইদিন গভীর রাতে দুটি মামলা করা হয়। মামলা দুটিতে ছাত্রশিবিরের ১১৩ জনকে আসামি করা হয়। বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা এ মামলার বাদী এসআই মো. কামাল হোসেন।

অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহযোগী এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

চট্টগ্রামের দুই কলেজ তিন দশক ধরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সংগঠন ছাত্রশিবিরের প্রভাবের কারণে বিগত বছরগুলোয় চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধীতাকারী এই দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে চলেছেন। ফলে তারা কখনোই চট্টগ্রাম কলেজ ও হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজে ছাত্রশিবিরের ক্ষমতা খর্ব করার চিন্তা করেননি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ায় জামায়াতের তিন নেতার ফাঁসি হয়েছে। এতে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে ইসলাম ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মনোবলে চির ধরে। এ অবস্থায়ও চট্টগ্রাম কলেজ ও হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে মরিয়া ছাত্রশিবির। এমনকি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে কলেজের শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাওয়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর চড়াও হয়েছে শিবিরের নেতাকর্মীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৮৪ সালে দুইজন ছাত্রকে গলা কেটে হত্যার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে ছাত্রশিবির। এর কিছুদিনের মধ্যেই তারা পার্শ্ববর্তী হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজেরও নিয়ন্ত্রণ নেয়। পরবর্তীতে তারা এখানে ছাত্রসংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দেয়। এরশাদের শাসনামল থেকেই কলেজ দুটিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনে পরিণত হয় শিবির। সংগঠনটি কলেজ দুটির আবাসিক হলগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে সেখানে নিজেদের নেতাকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করে। এমনকি কলেজ দুটিতে ছাত্রীদের জন্য দুটি আলাদা হল নির্মাণ করলেও শিবির সেগুলো দখল করে নিজেদের নেতাকর্মীদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে।

চট্টগ্রাম কলেজের ড. সবুর ছাত্রাবাসটি নির্মাণ করা হয়েছিল ছাত্রীদের জন্য। কিন্তু শিবিরের চাপের মুখে কলেজ প্রশাসন সেখানে ছাত্রীদের তুলতে পারেনি। একইভাবে হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের ছাত্রী হলটির নির্মাণকাজ শেষ হলেই উঠে যায় ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা। হলটির নামকরণও করতে পারেনি কলেজ প্রশাসন। তাই আবাসিক এই হলটি 'নতুন হোস্টেল' নামে পরিচিত। এর বাইরে মহসিন কলেজের পাহাড়ে অবস্থিত 'পর্তুগিজ ভবন' ও একাধিক পুরাতন ভবন দখল করে ছাত্রশিবির হোস্টেল চালু করে। এসব হোস্টেলে বসবাসকারীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অর্থ পরিশোধও করে না।

মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ অঞ্জন কুমার নন্দী আমাদের সময়কে বলেন, ২০০৬ সালে হলটি উদ্বোধন করা হয়। একদল ছাত্র সেখানে ওঠার জন্য প্রশাসনকে চাপ দেয়। ফলে সেখানে আর ছাত্রীদের ওঠানো যায়নি। আমাদের ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী। ছাত্রদের জন্য একাধিক হল থাকলেও ছাত্রীদের হল আমরা করতে পারিনি।

২০০০ সালের ১২ জুলাই চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে শিবির ক্যাডারদের হাতে একসঙ্গে ছাত্রলীগের আট নেতাকর্মী খুন হন। এ ঘটনার পর চট্টগ্রামে ছাত্রশিবির সাময়িকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি ও জামায়াত জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আর আট খুনের বিচার কার্যক্রম অগ্রসর হয়নি। চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও আট খুন মামলার সাক্ষী আবুল বাশার আমাদের সময়কে বলেন, একসঙ্গে আট ছাত্রলীগ নেতাকে খুন করেও বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি ছাত্রশিবিরকে। এ জন্য তাদের স্পর্ধা অনেক বেড়ে যায়। এখন সময় এসেছে তাদের সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করার।

চট্টগ্রাম কলেজ ও হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের ছয়টি আবাসিক হল দখলে রাখার কারণে ছাত্রশিবির চকবাজার, বাকলিয়া ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। তারা চকবাজার এলাকায় প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের একাধিক কোচিং সেন্টার। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবাহ, রেটিনা, ইনডেক্স ও কনক্রিট। জামায়াতে ইসলাম পরিচালিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) মূল প্রশাসনিক ভবনও এখানে। চকবাজারে গড়ে উঠেছে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতাদের সমন্বয়ে একাধিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। তারাই এ এলাকায় একচেটিয়াভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. নুরুল আমিনকে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে গতকাল নগর ছাত্রলীগের সেক্রেটারি সালাহউদ্দিন মাহমুদ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, অন্যথায় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দায় প্রশাসনকে নিতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবারের সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম কলেজের আবাসিক হলগুলোয় তল্লাশি চালিয়ে চারটি কিরিচ, ৬টি হকিস্টিক ও তিনটি পিস্তলের গুলির খোসা উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে মামলা দুটি দায়ের করা হয়। এতে পুলিশের হাতে আটক ১৪ জনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৯০ থেকে ৯৫ জনকে আসামি করা হয়।

ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘাতের পর পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাস ও আবাসিক হল থেকে ৬৬ জনকে আটক করে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, তাদের মধ্যে ১৪ জন ছাড়া বাকি সবাইকে আওয়ামী লীগ নেতারা রাতেই ছাড়িয়ে নিয়ে যান। ওই ১৪ জনকে গতকাল মামলায় আসামি দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়।

চট্টগ্রাম কলেজের শহীদ মিনারে বিজয় দিবসে ফুল দিতে গিয়ে বুধবার দুপুরে ছাত্রশিবিরের হামলার শিকার হয় ছাত্রলীগ। এ ঘটনা জানাজানির পর ছাত্রলীগের কয়েকশ নেতাকর্মী কলেজ ঘিরে অবস্থান নেয়। এ সময় একপক্ষ অন্যপক্ষকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুড়ে মারে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী সংঘাতের একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গেট ভেঙে চট্টগ্রাম কলেজের ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে বিভিন্ন ভবনে তারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুর চালায়।

এ ঘটনার পর বুধবার রাতে চট্টগ্রাম কলেজের চারটি ও পার্শ্ববর্তী হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের দুটি আবাসিক হল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গতকাল কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, আবাসিক হল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কলেজ দুটিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষা ও পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার আমাদের সময়কে বলেন, পরীক্ষা এবং শিক্ষা কার্যক্রম যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।